সূচীপত্র

কিছু কথা

-//কিছু মানুষ বলে, মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা পড়তেও পারি না, শুনলেও বুঝি না। তো, কী করে বুঝব কোন ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে? তা ছাড়া ধর্মগ্রন্থগুলো তো মানুষের হাতে লেখা। কীভাবে জানব কোনটা সঠিক। কীভাবে জানব কোনটা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা পাঠিয়েছেন? কম করে হলেও পৃথিবীতে ৪০০০-এর ওপরে ধর্ম আছে, যার একটিও স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার নির্দেশিত ধর্ম বলে আমাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয় না। আমরা অন্ধ বিশ্বাসীদের মতো নই যে, যা শুনলাম বা দেখলাম, তা-ই বিশ্বাস করে বসে থাকলাম।

হ্যাঁ, একক শক্তির অধিকারী একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন, সেটা আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু তিনি কে বা কী, তা আজও আমরা কিছুই জানি না। আমরা বলি—কে বা কোন সত্তা অথবা কোন শক্তি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডসহ মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন, তা এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে অজানা। পুরো বিষয়টাই গভীর রহস্যে ঘেরা। তা ছাড়া মানুষের জীবন খুব সংক্ষিপ্ত; মাত্র ৬০ বা ৭০ বা ১০০ বছর। এই অল্প সময়ে 'স্রষ্টা ও সৃষ্টি'র গভীর রহস্য উদ্‌ঘাটন করে প্রকৃত সত্য জানা আদৌ সম্ভব নয়। সুতরাং, আমাদের উচিত হবে নিজের মধ্যে থাকা বিবেককে কাজে লাগিয়ে যতটা সম্ভব ভালো পথে চলে জীবনটা অতিবাহিত করা। সৃষ্টিকর্তা, সে অনেক বড়ো কিছু, তাঁকে জানা বা চেনা এক জীবনে সম্ভব নয়। তাই কোন ধর্ম সত্য, কোনটা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার বাণী, এই গবেষণা বাদ দিয়ে যদি আমরা একসাথে একটা কথা বলি—"আমরা জানি না", তবে সেটাই হবে প্রকৃত সত্য বলা।

-//কিছু মানুষ বলে, আমাজন জঙ্গলসহ পৃথিবীর অন্যান্য বনাঞ্চলের অধিবাসী, বিভিন্ন দুর্গম পাহাড়ি এলাকার অধিবাসী, মেরু অঞ্চলের জনবিচ্ছিন্ন অধিবাসী, মহাসাগরের মাঝখানে জানা-অজানা কত দ্বীপের অধিবাসী, পৃথিবীর আনাচে-কানাচে যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়ানো মানুষগুলোর কাছে আজ পর্যন্ত কোনো ধর্মগ্রন্থের বাণী তো দূরের কথা, সামান্যতম শিক্ষাটুকুও পৌঁছায়নি। কুরআন, বেদ, বাইবেল, ত্রিপিটক এমনকি কোনো ধর্মগ্রন্থের নাম পর্যন্ত তারা শোনেনি। কেউ তাদের বলেওনি যে, সবগুলো ধর্মগ্রন্থের মধ্যে কুরআন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কিতাব। ইসলাম, খ্রিষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদি ইত্যাদি কোনো ধর্মের নামও তারা জানে না। জানে না এসব ধর্মে পরকাল নিয়ে কী বলা আছে। দীর্ঘকাল যাবৎ এভাবেই তো চলছে। কালের পর কাল যায়, এক পুরুষ গিয়ে আরেক পুরুষের সময়কাল শুরু

হয়, তারা অনবহিতই থেকে যায়। তাহলে তাদের এখন উপায় কী? ইসলাম বা খ্রিষ্টবাদের দাবি অনুযায়ী শেষ বিচারের দিন এই জনবিচ্ছিন্ন মানুষগুলোর ফয়সালা তবে কীভাবে হবে? তারাও তো সৃষ্টিকর্তার সৃষ্ট মানুষ। এই ধর্মগ্রন্থগুলোর প্রতিটা বা কোনো একটা যদি সত্যি সত্যিই আল্লাহ বা সৃষ্টিকর্তার বাণী হয়ে থাকে, তবে সেই বাণী তো সবার জন্যই হওয়া উচিত ছিল বা সবার কাছেই পৌঁছানোর কথা ছিল। সমগ্র সৃষ্টির যিনি স্রষ্টা, তাঁর ক্ষমতা যে অসীম তা একটা পিঁপড়াকে বা একটা মশাকে দেখলেই বোঝা যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একেকটা প্রাণীকে তিনি কীভাবে হাঁটাচ্ছেন, ওড়াচ্ছেন, বংশবিস্তার করাচ্ছেন, জীবনযাপন করাচ্ছেন। আর সেই তিনি কি না কেবল আরবি বা হিব্রু বা সংস্কৃত ভাষাভাষীদের জন্যই বাণী পাঠালেন? মানুষের কল্যাণের জন্য বাণী পাঠানোর আগে তাঁর ক্ষমতা বলে এমন কোনো বিশেষ পদ্ধতি তিনি কেন অনুসরণ করলেন না, যাতে তাঁর সৃষ্ট প্রতিটা মানুষের কাছে অতি সহজেই তাঁর নির্দেশনা পৌঁছে যায়?

-//কিছু মানুষ বলে, সব ধর্মই মানবসৃষ্ট। অধিকাংশ ধর্মের প্রবর্তকগণ রাজা-বাদশাহ বা গোত্রপ্রধান বা নেতা বা রাজনীতিবিদ ছিলেন, কেউ কেউ ধর্ম তৈরি করার পর ক্ষমতাসীন হয়েছেন। তাদের একমাত্র লক্ষ্যই ছিল নিজেকে ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী দাবি করে ধর্মের নামে নিজস্ব একটা দল তৈরি করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া। কারও কারও উদ্দেশ্য ছিল সমাজসংস্কার করার জন্য ধর্মের নামে দল তৈরি করা। আর তাই যে যার মতো করে ধর্ম সৃষ্টি করে গিয়েছেন। এর ফলে পৃথিবীর মানুষ একমাত্র বিশ্বাসের ওপর ভর করে ধর্মের নামে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। বিভক্তি থেকে তৈরি হয়েছে মানুষে মানুষে বিভেদ।

-//কিছু মানুষ বলে, কেউ হিন্দু বা সনাতনীর ঘরে জন্মগ্রহণ করলে সে হিন্দু বা সনাতনীদের পক্ষেই থাকবে। কেউ খ্রিষ্টান ঘরে জন্মগ্রহণ করলে সে খ্রিষ্টানদের পক্ষেই থাকবে। কেউ বৌদ্ধের ঘরে জন্মগ্রহণ করলে সে বৌদ্ধদের পক্ষেই থাকবে। কেউ ইহুদির ঘরে জন্মগ্রহণ করলে সে ইহুদিদের পক্ষেই থাকবে। আর, কারও জন্ম মুসলমানের ঘরে হলে সে ইসলাম ধর্ম পালন করবে, শুধু কুরআনকেই আসমানি কিতাব বলে বিশ্বাস করবে, মুহাম্মাদ (সা.) -কে সৃষ্টিকর্তার প্রেরিত সত্য দূত হিসেবে অনুসরণ করবে। আসলে কেউই ন্যূনতম নিজের জ্ঞানবুদ্ধি প্রয়োগ করে চিন্তা করে না যে, বছরের পর বছর ধরে যা অনুসরণ করছে, এর সত্যতা কতটুকু। অর্থাৎ, 'ধর্ম' জন্মের পর পরিবার থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া জিনিস। পরিবার

ও সমাজ থেকে যা শেখে, ওটাই যার যার ধর্মবিশ্বাস। আর সেই বিশ্বাসকেই ধর্মের অনুসারীরা যে যার মতো করে প্রতিষ্ঠিত করে যাচ্ছে।

-//কিছু মানুষ বলে, কোনো ধর্মের নিচু বর্ণের মানুষ নিজেরই ধর্মের উঁচু বর্ণের মানুষের দ্বারা অত্যাচারিত-নিপীড়িত বঞ্চিত হওয়ার হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করে সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার পেতে ধর্মান্তরিত হয়ে যায়। অর্থাৎ, নিজ ধর্মের মানুষের কাছেই তারা অচ্ছুত হয়েছে, আর নতুন এই ধর্মে কোনো উঁচু বা নিচু বর্ণ বলতে কিছু নেই, তাই তারা নতুন ধর্ম গ্রহণ করে। তারা আরও বলে, কেউ কেউ ধর্মান্তরিত হয় স্রেফ অর্থের লোভে বা অর্থের প্রয়োজনে। (শেষের এই অভিযোগগুলো আংশিক সত্যও হয় মাঝে মাঝে।)

এই 'কিছু মানুষ বলে' দলটা নাস্তিক, আধা নাস্তিক এবং অজ্ঞেয়বাদী–এই তিন শ্রেণির সমন্বয়ে গঠিত। প্রতিটা শ্রেণিই চর্চা করে তথাকথিত নারীবাদ, তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, তথাকথিত মানবতাবাদ। অন্য ধর্মগুলোর বিরোধিতায় তারা যেমন তেমন হলেও, ইসলামের বিরোধিতায় তারা বেশ পটু। নিজেদের তারা ধর্মহীন বলে দাবি করলেও প্রায় সময়ই দেখা যায়, অন্যান্য ধর্মের পক্ষ নিয়ে ইসলামকে কোপাতে চলে এসেছে। ইসলামকে দমন করতে এমন এমন কাজ তারা করে, যা যা যথাযথ ব্যবস্থা তারা নেয়, প্রতিটাতেই তারা নিজেরা তো লাভবান হয়ই, রহস্যজনকভাবে অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরাও লাভবান হয়ে যায়। কিন্তু আজ অবধি এমনটা দেখা যায়নি যে, তাদের কোনো কাজ বা পদক্ষেপে মুসলমানরা লাভবান হয়েছে আর অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা ক্ষতির শিকার হয়েছে। অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের সাথে এই তথাকথিত ধর্মহীনদের কোথাও যেন একটা গোপন সংযোগ রয়েছে। লেখায় সেই অবৈধ সংগমের গোপন চিত্র ফাঁস করে দিয়েছি।

এই 'কিছু মানুষ বলে' দলটা সব সময় মারমুখী একটা ভঙ্গিতে থেকে ইসলামের বিরোধিতা করে। হাতের কাছে সুযোগ পেলে তো কথাই নেই, কোনো সুযোগ না থাকলেও সুযোগ খুঁজতে থাকে কীভাবে ইসলামকে একটু কায়দামতো কাত করা যায়। সুযোগ পেলেই মনের ঝাল মিটিয়ে ইসলামকে আক্রমণ করে। শেষে যখন উলটো পরাস্ত হয়, তখন আবোল-তাবোল বলে। আর এই আবোল-তাবোল বলাটা যুগের পর যুগ কালের পর কাল ধরে চলমান।

★ কোথাও একটা ছাগল চুরি হলো, ওনারা এসে বলবে—'ইসলামের জন্যই ছাগল চুরি হয়েছে। কুরআনে নাকি সবকিছুই বলা আছে। ছাগল চুরির বিষয়ে কী বলা আছে কুরআনে শুনি? ছাগলের কোনো ধর্ম নেই। তাই আপনারা ধর্মের ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে আসেন সবাই মিলে চুরি হওয়া ছাগলের মালিকের জন্য শোক পালন করি।'

★ কোথাও কারও একটু পেটে ব্যথা হলো ওনারা বলা শুরু করবে—'আজানের শব্দে পেটে ব্যথা হয়েছে। জোরে আজান দেওয়া বন্ধ করা উচিত। মুসলমানরা পেটে ব্যথার কোনো ওযুধ আবিষ্কার করতে পারেনি। খালি বড়ো বড়ো কথা। এই যে কোষ্ঠকাঠিন্যের কারণে পেটে মল আটকে গেছে জন্য পেটে ব্যথা হয়েছে, অমুসলিমদের তৈরি করা ওষুধ খেয়ে মল ত্যাগের পর ওই মলটা কার মল, সেটা কি আলাদা করা যাবে? মলের রংটা পাকা। মানুষের মলে মলে এই যে এত সুন্দর সম্প্রতি, আর ইসলাম শুধু মানুষে মানুষে বিভেদ তৈরি করে।'

★ রাতে একা বাড়িতে আছে, ওনারা বলতে থাকবে—'ইসলাম বলেছে জিন আছে তাই আমার ভয় লাগছে। ইসলাম আমাকে ভয় দেখাচ্ছে। ইসলাম আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। এটা আতঙ্কবাদী ধর্ম। আচ্ছা এটা তো অবৈজ্ঞানিক ধর্মও। কারণ, জিন দেখা যায় না। জিনের অস্তিত্ব বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত নয়। তবুও আমি ভয় পাচ্ছি। কারণ, ইসলাম আমাকে ভয় দেখিয়েছে।'

★ স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই নাস্তিক বা আধা নাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদী। স্ত্রী কট্টর নারীবাদী, স্বামী নারীবাদের সমর্থক। স্ত্রী নারী স্বাধীনতা চর্চা করতে গিয়ে আকাশে উড়ে, স্বামী আরও জোরে ফুঁ দিয়ে স্ত্রীকে ওড়ায়। ইসলামকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তারা 'আধুনিক' পন্থায় সংসার পাতে। কিছুদিন পর দেখা যায় স্ত্রী স্বামীকে পাত্তা না দিয়ে স্বামীর হক অন্য কোনো নাগরকে বিলিয়ে দিয়ে আসছে প্রতিদিন। এবার আর যায় কোথায়, স্বামী রাগে দাঁত কটমট করতে করতে বলবে, 'ইসলাম বিয়ে করতে বলেছে বলেই আজ সমাজে এসব পরকীয়া দেখতে হচ্ছে; তাও আবার চারটা বিয়ে করার অনুমতি দিয়ে রেখেছে! পতিতালয় থাকলেই তো ভালো হতো। ভেবে আশ্চর্যান্বিত হয়ে যাই, ইসলামের শেষ নবি ছয় বছরের মেয়েকে বিয়ে করেছে।'

★ একা চলতে গিয়ে কোনো নারী ধর্ষিত হলো, ওনারা হাউকাউ শুরু করে দিয়ে বলবে, 'পর্দা ধর্ষণ বন্ধ করে না। হিজাব-নিকাব নারীর পরাধীনতা, নারীর অধিকার

খর্ব হচ্ছে। সকল বাধা ভেঙে নারী তুমি ঘরের বাইরে বের হয়ে এসো। ইসলাম কতটা অমানবিক ও রক্তপিপাসু ধর্ম, ধর্ষককে শিরশ্ছেদ করে মৃত্যুদণ্ড দিতে বলে!'

★ নিজেদের স্বগোত্রীয়দের মধ্যে কিংবা নিজেদের মতো পথভ্রষ্ট অন্য কোনো মতাদর্শের অনুসারীদের সাথে বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দ ধরে মারামারি বাঁধিয়ে রাখবে, দাঙ্গাহাঙ্গামা লুটপাট চালাবে, আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে একে অপরকে হত্যা করবে, রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবে; এরপর বলে বেড়াবে, 'আগেই বলেছিলাম ইসলাম সন্ত্রাসীদের ধর্ম। ইতিহাস ঘেঁটে দেখছ না ইসলাম জায়গায় জায়গায় যুদ্ধ করেছে? 'সাইফুল্লাহ' মানে আল্লাহর তরবারি। তাদের একেকজনের উপাধিগুলো দেখলেই তো বোঝা যায় কতটা ভয়ানক ধর্ম এটা। ইসলাম নামক সন্ত্রাসীদের এই ধর্মকে উৎখাত করে পৃথিবীতে শান্তি ফিরিয়ে আনতেই আমরা অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছি।'

আসলে ইসলাম তাদের কাছে এক বিভীষিকার নাম; ঘুমের ভেতরে ভয়ংকর কোনো দুঃস্বপ্ন দেখে ধড়ফড় করে জেগে ওঠার মতো।

তবে আপাদমস্তক ইসলামবিদ্বেষী এই দলের আধা নাস্তিক ও অজ্ঞেয়বাদী শ্রেণির অন্তর্ভুক্তদের মধ্যে অল্প কিছু মানুষ আছেন—যারা কি না ইসলামের প্রতি সহনশীল আচরণ করেন। ইসলামের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ভালো। ইসলামের অনেক বিষয় তারা পছন্দ করেন; কিছু বিষয় বাদ দিয়ে। তাদের মধ্যে জ্ঞানী আছেন, ভালো মনের মানুষও আছেন। তবে তাদের জীবনপ্রদীপ নিভে যাওয়ার আগপর্যন্ত এই ভালো মানুষের তকমাটা থাকে কি না, সেই ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। কারণ, শেষ অবধি অমুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করার মানে হলো—সে আংশিক ভালো হতে পারে, তবে সম্পূর্ণ ভালো মানুষ নয়। প্রকৃত সত্যকে সে শেষমেশ চিনতেই পারেনি; গ্রহণ করবে তো দূরের কথা।

এই ধরনের সহনশীল অমুসলিম যারা আছেন, আমি তাদের হিদায়েতের জন্য বিশেষভাবে দুআ করি। তারা ইসলামে প্রবেশ করলে ইসলামের অনেক উপকার হয়ে যাবে ব্যাপারটা এমন নয়। কারণ, সামনে এগিয়ে যেতে ইসলামের কাউকে দরকার নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা অমুখাপেক্ষী। বরং, ইসলামে প্রবেশ করে ব্যক্তি মানুষ হিসেবে তারা নিজেদের সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করার মাধ্যমে নিজেদের যথার্থভাবে সম্মানিত করবেন, নিজেদের যথাযথভাবে মূল্যায়ন করবেন।

এই যে আপনাদের হিদায়াতের জন্য দুআ করলাম, এর মানে জানেন? মুসলমানের শেষ গন্তব্য হলো জান্নাত; যেখানে আমি নিজেও যেতে চাই। আমি আপনাদের শুভাকাঙ্ক্ষী না হলে কি আপনাদের আমার গন্তব্যে নিয়ে যেতে চাইতাম, বলুন? তা ছাড়া, আমি লেজকাটা শেয়ালও নই। অর্থাৎ, আমি চাই আপনার শেষ পরিণতিটা অন্তত শুভ, সুখকর ও শান্তিময় হোক। ব্যাপারটা এমনও নয় যে, আপনাদের কাছে এর বিনিময়ে পয়সাকড়ি চাচ্ছি।

আমি আপনাদের মতো জ্ঞানী মানুষগুলোর জান্নাত কামনা করি। মহান সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে আমানতস্বরূপ পাওয়া নিজেদের জ্ঞানের খেয়ানত করবেন না। এই আমানতের ব্যাপারে অবশ্যই সেদিন জিজ্ঞাসিত হবেন। আমি আপনাদের ব্যাপারে খুবই উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত, চিন্তিত। আর যদি শেষমেশ আপনাদের পরিণতি হয় জাহান্নামের চিরস্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে তবে আপনাদের জন্য আফসোস!

ভাবতে পারেন কথার জাদু দিয়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করছি। ভাবতে পারেন। স্বাধীনভাবে ভাবার ক্ষমতা আপনার মহান স্রষ্টা আপনাকে দিয়েছেন। তবে সাবধান! প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। প্রবৃত্তি আপনাকে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করে ফেলবে। আর, যে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়, সে তো ধ্বংসই হয়ে যায়।

আসলে 'ধর্ম' বিষয়ে অধিকাংশ মানুষ একেবারে অন্ধকারে। না না, আমি এটা বলছি না যে, বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা নিজ নিজ ধর্ম সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত নয়। আমি বলছি, 'ধর্ম' জিনিসটা আসলে কী, এটা অধিকাংশ মানুষই জানে না। এই ব্যাপারে নাস্তিক, আধা নাস্তিক এবং অজ্ঞেয়বাদীরা অজ্ঞ তো বটেই, এমনকি বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীরাও সংশয়ের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে।

অমুসলিমদের দ্বারা তাদের নিজ নিজ ধর্ম পালনের কথা এখানে নেই-বা আনলাম। মুসলিমরা কি ঠিকমতো ইসলাম পালন করছে? শতভাগ নিশ্চিত হয়ে খুব কম মুসলিমই ইসলাম পালন করে। বেশির ভাগ মুসলমানের কাছে ইসলাম পৈতৃক উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া; উপলব্ধি নেই বললেই চলে। এত করে বলার পরেও অধিকাংশ মুসলিমরা কেন ইসলামকে আঁকড়ে ধরে না? অধিকাংশ মুসলিমরা কেন পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামে প্রবেশ না করে আংশিকভাবে ইসলাম পালন করে? ইসলাম পালন করাটা লাভজনক—অধিকাংশ মুসলিম যদি এটা বুঝতেই পারত, তাহলে অবশ্যই ইসলামকে আঁকড়ে ধরত, পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলাম পালন করত।

কিন্তু ঘটনা ঘটছে পুরো উলটো ইসলাম মহান সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক প্রেরিত একমাত্র ধর্ম, এটার সত্যতা নিয়ে অধিকাংশ মুসলিমরা সন্দেহে পড়ে আছে বলেই তারা কিছু পুণ্যের সাথে কিছু পাপও করতে থাকে। ঈমান ও কুফরের সমন্বয়ে একপ্রকার ভেষজ দ্বীন বা জীবনব্যবস্থা তারা মেনে চলে তারা সালাত আদায় করতে মসজিদে যায়, আবার পূজায় অংশ নিতে হিন্দুদের মন্দিরেও যায় তারা রমাদানে সিয়াম পালন করে, আবার নাচগানের অশ্লীল আসরও বসায় তারা জাকাত আদায় করে, আবার সুদও খায়। তারা হজে গিয়ে জমজমের পানি পান করে, আবার খ্রিষ্টানদের বর্ষবরণ উৎসবে মদও পান করে তারা ইসলামিক মজমায় পর্দা করে আসে, আবার কাফিরদের অনুষ্ঠানে বেপর্দা হয়ে যায়। তারা সন্তানদের কুরআন তিলাওয়াত করা শেখায়, আবার নাচ গানও শেখায়। তারা আজানের শব্দ শুনে এক হাত লম্বা ঘোমটা দিয়ে মাথা ঢাকে, আবার বিয়ে শাদির অনুষ্ঠানে অর্ধেকটা শরীর বের করে উপস্থিত হয় তারা হারাম উপার্জন দিয়ে ইয়া বিশাল আকৃতির একটা পশু কিনে ঈদুল আজহাতে কুরবানি করে তাদের মতে ইসলামও সঠিক, অন্যান্য ধর্মও সঠিক, আবার যারা ধর্ম মানে না, তারাও সঠিক। আর এসব নিয়ে কেউ উপদেশ দিতে গেলেই বলে এত দিক ভেবে কি জীবন চলে নাকি? জীবনে চলতে হলে কিছু জিনিস তো ছাড় দিতে হয় আরেকটু বেশি কিছু বলতে গেলে রেগেমেগে বলে, আমগোত্তে (আমাদের থেকে) বেশি বোঝেন মিয়া?

মূলত এরা দুটো দল একদল ধর্মে বিশ্বাসী, আরেক দল ধর্মে অবিশ্বাসী ধর্মে বিশ্বাসীরা যেই রোগে আক্রান্ত, ধর্মে অবিশ্বাসীরাও সেই একই রোগে আক্রান্ত রোগের নাম : ধর্ম বিষয়ে বিভ্রান্তি কিন্তু ধর্মে অবিশ্বাসীরা মনে করে, তারা সুস্থ; কারণ তারা ধর্মই মানে না। তারা তাদের রোগটাকে স্বীকার করতে চায় না উলটো তারা ধর্মে বিশ্বাসীদের উপহাস করে আর ধর্মে বিশ্বাসীরা জানেই না বা তাদের এ ব্যাপারে কোনো হুঁশই নেই যে, তারা কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে আছে

ফলে ধর্মে অবিশ্বাসীরা ধর্ম বিষয়ে নিজেরা বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত হয়ে ধর্মের বিপক্ষে একেক ধরনের ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে ধর্মে বিশ্বাসীদেরও বিভ্রান্ত করছে তাই ধর্মে অবিশ্বাসীরা একদিকে বিভ্রান্ত, অন্যদিকে বিভ্রান্তিকারী এসব মিলিয়েই বইটার নাম দেওয়া হয়েছে ***বিভ্রান্তকারীরা বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত***

কারিম শাওন
২৪/০৮/২০২২

সমস্যা

তর্কটা শুরু হয় মুসলিম বংশোদ্ভূত কোনো সেক্যুলাবেব মৃত্যুব শেষকৃত্য নিয়ে অথবা কোনো উৎসব পার্বণে অথবা 'মানবিক' সাহায্যেব দোহাই দিয়ে কখনো সংস্কৃতিকে, কখনো জাতিত্বকে, কখনো মাতৃভাষাকে, কখনো জাতীয়তাকে, কখনো বাঙালিত্বকে, কখনো বাষ্ট্রকে, কখনো বাজনীতিকে, কখনো মানবতাকে, কখনো 'অসাম্প্রদায়িকতাকে' ধর্ম তথা ইসলামের বিপরীতে দাঁড় করানো হচ্ছে

বলা হচ্ছে ধর্মকে একপাশে বেখে বা ব্যক্তিগতভাবে চর্চা কবে ওপবেব বিষয়গুলো সর্বজনীনভাবে চর্চা কবা উচিত আবও বলা হচ্ছে বাষ্ট্র ধর্মেব প্রভাবমুক্ত থাকবে, সংস্কৃতিচর্চায় ধর্ম বাধা হতে পারবে না, ধর্মীয় পবিচয়েব আগে জাতিত্বেব পবিচয়, ধর্মভিত্তিক বাজনীতি নিষিদ্ধ, মানবতাব প্রশ্নে ধর্মীয় বিভেদ ভুলে যেতে হবে

কী একটা প্যাঁচ দিলো! নিশ্চিতভাবে কুপোকাত হয়ে নিশ্চুপভাবে কথাগুলোকে হজম কবতে হবে একটু নড়াচড়া কবে পালটা জবাব দেওয়াব জায়গাটুকুও নেই ধর্মকে গুরুত্বহীন কবতে এটা যে খুব সূক্ষ্ম একটা চাল, এতে কোনো সন্দেহ নেই

আপনাবা কি খেয়াল করেছেন, ঘুবেফিবে এই একই বিষয় বাববাব সামনে এসে বিতর্কেব জন্ম দিচ্ছে?

তর্কটা কখনো সংস্কৃতিব নামে হচ্ছে, কখনো সংস্থাব নামে, কখনো কুববানিকে ঘিরে, কখনো নাবীর অগ্রযাত্রা নিয়ে, কখনো সংগীতচর্চাব নামে, কখনো বিজ্ঞানেব নামে, কখনো সমকামিতাব নামে, কখনো শিক্ষাব্যবস্থার নামে লম্বা ফিবিস্তি শেষ হবে না মূলে কিন্তু ওই একটাই ভিত্তি তাদেব ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে একটি বয়ানের ওপব ধর্ম বনাম ধর্মহীনতা অর্থাৎ ধর্ম ব্যক্তিগতভাবে চর্চাব জিনিস। গণজীবনে বা রাষ্ট্রপরিচালনায় এটাকে টেনে আনা যাবে না।

এই তর্কটা শেষ হবে না যদি গোড়ায় না হাত দিই বোগটা আদৌ ধবতে পাবিনি ফলে সঠিক চিকিৎসা হচ্ছে না. এজন্যই বছরেব পব বছব এত লেখালিখি, এত বয়ান, এত সতর্কবার্তা দিয়েও একই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুরোনো তর্কটা শুরু হয় বাববাব পেয়ালা ধুয়ে এনে লাভ হচ্ছে না কাবণ, কলসিব পানিটাই নোংবা তাই পেয়ালাতে ঢাললে ময়লা পানিই পাচ্ছেন।

এমন না যে শুধু বাংলাদেশেই এমনটা হয়; ববং সাবা বিশ্বে প্রতিটি ধর্মেব মানুষ এই সমস্যাটাব সম্মুখীন হচ্ছে যুগ যুগ ধরে চলছে শতাব্দীব পব শতাব্দ ধরে চলছে শত শত বই লিখে রেখেছে শত শত কলাম ছাপা হয় শত শত তথ্যচিত্র বানানো হয় শত শত নাটক সিনেমায় এই একটি বার্তাই দেওয়া হয় এটা অনেকটা অ্যালকোহলেব মতো যেটাব সাথেই মেশানো হোক না কেন, নেশা ধববেই হোক সেটা পশ্চিম কিংবা পূর্ব কিংবা দক্ষিণেব দেশগুলো; প্রতিটি ভূখণ্ডে এই একই কৌশল এমনকি হাজাব হাজাব বছব আগেব সেই গ্রিক সভ্যতায়ও (অসভ্যতা) এই তর্কটা চলমান ছিল স্থায়ী সমাধান নেই এই সমস্যার স্থায়ী কোনো সমাধান কারও কাছ থেকে এসেছে আমি অন্তত দেখিনি

শ্রেফ তাদেব কাজেব সমালোচনা, ইসলামেব সাথে তাদেব তুলনা, মানবজীবনে তাদেব চিন্তাচেতনার কুফলগুলো তুলে ধবলেই এই ভিত্তিটা ধ্বংস কবা সম্ভব হবে না শত্রুব নিজেব মাঠে খেলতে নামলে পবাজয় নিশ্চিত তাই একটু ঘুবিয়ে কাজ করতে হবে সেয়ানের ওপরে সেয়ান হতে হবে কারণ, পুরোটাই চিন্তার নিয়ন্ত্রণ ও আবেগ জনসাধাবণেব ভাবাবেগ বা ভাবপ্রবণতা নিজেব দিকে নিতে চাইলে সূক্ষ্ম বুদ্ধির বিকল্প নেই

একটু খুঁজলে দেখতে পাবেন, উক্ত বক্তব্যেব প্রবক্তাবা পৃথিবীব সকল ধর্মকে অবিশ্বাস করে এবং তাবা সংখ্যায় খুব অল্প তাবা আগে সবাসবি নাস্তিকতা প্রচাব কবত

তারা মূলত তিন ভাগে বিভক্ত—

১. নাস্তিক; সৃষ্টিকর্তা ও ধর্ম কোনোটাতেই বিশ্বাস করে না।

২. আধা নাস্তিক; তাবা সৃষ্টিকর্তা, কোনো একটা অসীম শক্তিব ওপব বিশ্বাস করে তবে ধর্মগুলোকে বানোয়াট আখ্যা দিয়ে এক বাক্যে খাবিজ করে দেয়

৩. সংশয়বাদী তারা নিজেদেব বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী কোনোটাই দাবি করে না তবে ধর্মগুলোকে অবিশ্বাস করে।

একটা বিষয়ে তিন দলেব অবস্থান সাদৃশ্য; তা হলো ধর্মকে অবিশ্বাস

যাহোক, মাছের সাথে পানির সম্পর্ক যেমন, স্রষ্টাব সাথে সৃষ্টিব সম্পর্ক তেমন সৃষ্টি স্রষ্টাকে খুঁজবেই এই ক্ষুধাটা প্রতিটি সৃষ্টির আত্মার সাথে গেঁথে দেওয়া তাই সাধাবণ মানুষ নাস্তিকতাব দর্শন গ্রহণ করেনি তাই তাবা এখন একটু ঘুরিয়ে পথ চলছে উক্ত উপায়গুলোব মাধ্যমে ধর্মকে পাশ কাটানোব রাস্তা বের করেছে কূটচালটা কাজেও দিয়েছে বেশ দলে দলে সাধাবণ মানুষ টোপটা গিলেছে

এতে পক্ষ হয়ে গেল তিনটি—ধর্মেব পক্ষে একদল অধর্ম বা ধর্মহীনতাব পক্ষে একদল তৃতীয় দলটা হলো সাধারণ মানুষ তথা দর্শক কাজও দর্শকেব মতোই নিজের পছন্দ মতো দু দিকেই হাত তালি দেয় আবাব দু দিকেই ছি ছি করে মানে সুইং ভোটাবের মতো কখনো এদিক, কখনো ওদিক তাদেব অবস্থান নির্দিষ্ট না সুবিধামতো নিজেদেব অবস্থান বদলে ফেলে তাবা সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি আমার অনুমান তাবা শতকবা ৯৫ ভাগ

শতকবা ৯৫ ভাগ বিশাল এই জনসমষ্টি নিয়ন্ত্রিত হওয়াব মানসিকতা লালন কবে তাদেব কৌশলে পবিচালিত কবা যায় চাপ প্রয়োগ কবে কোনো কাজ কবতে বাধ্য কবা যায় তারা নিজেরা দায়িত্ব নেবে না, অন্যের কাঁধে দায়িত্ব দিয়ে দায় সারবে যেকোনো বিষয়ে তাবা খুব বেশি বাছবিচাব করে না অত ঝুটঝামেলায় তাবা যাবে না কার সাথে কাব দ্বন্দ্ব হলো, কে উত্তম আর কে অধম, কোনটা সত্য আব কোনটা মিথ্যা, সমাজেব জন্য কী উপকাবী আব কী অপকাবী এত কিছু যাচাই কবে মাথা ঘামানোব সময়, ইচ্ছে, জ্ঞান ও দূবদর্শিতা তাদেব নেই তাবা নির্ভাব জীবনযাপন কবতে পছন্দ করে আপাতদৃষ্টিতে দেখে, ততটা মাথা না ঘামিয়ে, খুব চিন্তিত না হয়ে, যতটা নির্ভাবনাময় ও আবাম আয়েশি জীবন কাটানো যায় তাদেব জীবনেব লক্ষ্য এটাই খাবে দাবে, সংসাব কববে, ঘুববে আব আনন্দ ফুর্তি কববে তাদেব তৈবি কবে দেবেন, তাবা মূল্য দিয়ে সেবা নেবে অনেকটা খদ্দেরেব মতো তাদেব মন বক্ষা করে চলতে হবে তাদেব ভোগবিলাসিতা, আবাম আয়েশ, বিনোদনেব মধ্যে যে বাখবে, তাবা তাকেই সমর্থন কববে এতে যদি বাঁকা পথও অবলম্বন কবতে হয়, তাবা তা নিঃসংকোচে অথবা কিছুটা সংকোচ নিয়ে হলেও কববে তারা শ্রম দিয়ে অর্থনীতির চাকা সচল বাখে তাবা কবদাতা

স্রষ্টাকে বিশ্বাস কবলেও ধর্ম যেহেতু অনেকগুলো, তাই ধর্মগুলো মনগড়া কি না সেটা নিয়ে এই ৯৫% মানুষেব মনে সন্দেহ কাজ কবে তাবা আদৌ নিজেদেব ধর্মের ব্যাপারে নিশ্চিত না তাবা অনিশ্চিতভাবে ধর্ম পালন করে ঠিক অন্ধবা

যেভাবে পথ হাতড়ে চলে তাদের কাছে নিজেব ধর্ম পৈতৃক সূত্রে পাওয়া এবং স্রেফ একটা রিচুয়াল বা লাইফস্টাইল বা আর্ট অব লিভিং। এজন্য তাদের বড়ো অংশটা একটা নির্দিষ্ট সীমাবেখা পর্যন্ত ধর্ম পালন করে ততটা গভীবে যাবে না আনন্দ ও বিনোদনের জন্য নিজেব ধর্মেব পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মেব উৎসবে শামিল হবে ধর্মেব বিশুদ্ধতা বক্ষা অথবা ধর্মেব মৌলিক বিষয়াদি মেনে চলাব ব্যাপারে তাদেব তেমন কোনো মাথাব্যথা নেই। খদ্দেবেব জীবনযাপন ঠিক রেখে বা ঠিক বাখতে যেটুকু পালন কবা সম্ভব হয়, তাবা সেটুকুই পালন কবে। ধর্মেব বিশুদ্ধতা রক্ষায় বক্ষণশীলবা একটু তৎপব হলে তাবা ক্ষেপে গিয়ে নিজ ধর্মেব ওপব চড়াও হয় অর্থাৎ ধর্মনিবপেক্ষ আচবণ তাবা নিজে থেকেই চর্চা করে।

এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি নিজ ধর্ম বিসর্জন দেয় বা দিতে হয় ইসলাম ধর্মেব অনুসাবী সাধাবণ মানুষগুলোকে (কাবণটা সামনেব লিখায় বিস্তাবিত আলোচনা কবব, ইনশাআল্লাহ) তাই পরবর্তী সময়ে ধর্ম বনাম ধর্মহীন বিতর্কে যা যা আলাপ ওঠে আসবে সেখানে, ‘ধর্ম’ বলতে শুধু ইসলামকে বোঝানো হবে।

তো নবুয়ত, রিসালাত, আসমানি কিতাবের ব্যাপারে এই গতানুগতিক মুসলমানরা নিশ্চিত বিশ্বাসী না; অর্থাৎ সন্দেহেব মধ্যে আছে কিন্তু নিজেদেব অন্তরেব এই রোগ সম্পর্কে কাউকে জিজ্ঞেস কবতে অথবা বোগের প্রতিকার চেয়ে কাবও কাছে পবামর্শ চাইতে তাবা লজ্জাবোধ করে সমস্যাটাকে তাবা লুকিয়ে বাখে রোগ লুকিয়ে বেখে কি বোগ থেকে বাঁচা যায়? রোগের লক্ষণগুলো বিভিন্ন উপলক্ষ্য ঘিরে প্রকাশ পেয়েই যায়

এজন্যই দেখবেন সংস্কৃতি বনাম ইসলাম, জাতিত্ব বনাম ইসলাম, মানবতাবাদ বনাম ইসলাম, ধর্মনিবপেক্ষতাবাদ বনাম ইসলাম, বাষ্ট্র বনাম ইসলাম ইত্যাদি তর্ক লাগলে এই অন্তরেব রোগীবা তখন ইসলামেব পক্ষে প্রতিবাদ না কবে চুপ থাকে কেউ কেউ তো ইসলামের বিপক্ষেই কথা বলে বসে

নিষেধ কবা সত্ত্বেও তাবা অন্য ধর্মেব উৎসবে শুভেচ্ছা বিনিময় করে অন্য ধর্মেব উৎসবে অংশ নেয় অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার মতো ধর্মনিরপেক্ষ মানসিকতা লালন কবে সংস্কৃতিচর্চাব নামে ইসলামেব সাথে সাংঘর্ষিক কর্মকাণ্ড কবে জাতিগত পবিচয়েব সাথে ইসলামকে গুলিয়ে ফেলে তথাকথিত মানবতাবাদিদেব কথাব ফাঁদে পড়ে জাকাত নির্ধাবিত খাতে ব্যয় না করে কিংবা কুববানি না করে সেই টাকা অন্য মানবিক কাজে ব্যয় কবাব পক্ষে সমর্থন দেয়

ইসলাম ও রাষ্ট্রকে পৃথক দুটো বিষয় হিসেবে মেনে নিয়ে জীবনযাপন করে এবং এগুলো তারা খুব গর্বের সাথেই করে নিজেদের খুব উদার, সুন্দর ও ইতিবাচক মনের মানুষ মনে করে তারা তাদের ভেতরে ন্যূনতম সংকোচবোধ কাজ করে না.

জিজ্ঞেস করলে বলে আমরা তো খারাপ বা অন্যায় কিছু করছি না সমাজে চলতে হলে একে অপরের সাথে সৌহার্দ ও সম্প্রীতি বজায় রেখে চলতে হয় সৌজন্যমূলক আচরণ করতে হয় আমরা মিলেমিশে বসবাস করতে চাই সব ধর্মই সঠিক সব ধর্মই ভালো সব ধর্মই মানুষের উপকারের কথা বলে সব ধর্মই মানবতার কল্যাণের জন্য এসেছে সব ধর্মই মানুষকে ভালো মানুষ হওয়ার নির্দেশ দেয় ওদেরটাও সঠিক, আমাদেরটাও সঠিক ওরা ওদেরটা পালন করুক, আমরা আমাদেরটা পালন করি। যারা সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করে না, ধর্ম পালন করে না, আমরা তাদের ভিন্নমতকেও সম্মান জানাই তাদের সাথে সহাবস্থান করি কারণ, তারাও মানুষের কল্যাণের কথা বলে। ওরা ওদের মতো চলুক, আমরা আমাদের মতো চলি। আমরা ওদের কাজে বাধা দেবো না, ওরা আমাদের কাজে বাধা দেবে না যার ইচ্ছে সে মদপান করবে, যার ইচ্ছে সে করবে না। যার ইচ্ছে সে পর্দা করবে, যার ইচ্ছে সে করবে না। যার ইচ্ছে সে সুদ খাবে, যার ইচ্ছে সে খাবে না যার ইচ্ছে সে বিয়ের আগে প্রেম করবে, যার ইচ্ছে সে বিয়ের পর প্রেম করবে এখানে জোরপূর্বক একজনের মতকে আরেকজনের ওপর চাপিয়ে দেওয়া কাম্য নয় বিশেষ করে রাষ্ট্রপরিচালনার কাজে কিংবা সাংস্কৃতিক কোনো উৎসবে অংশ নিতে ধর্মীয় পরিচয় টেনে আনা একেবারেই অনুচিত। ধর্ম ধর্মের জায়গায় এগুলো ব্যক্তিগত বিষয় রাষ্ট্র, সংস্কৃতি, জাতিগত পরিচয়, মানবিকতা; এসব কাজে ধর্মীয় বিভেদ ভুলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পথ চললে সমাজে শান্তি বিরাজ করবে। প্রতিটি ধর্মেই কিছু কট্টর অনুসারী থাকে তাদের বাড়াবাড়ি আচরণের জন্যই আজ এক ধর্মের সাথে অন্য ধর্মের কিংবা ধর্মের সাথে ধর্মহীনদের দ্বন্দ্ব হয় হানাহানি, মারামারি, রক্তারক্তি, খুনাখুনি পর্যন্ত হয়

কথাগুলো বেশ মুখরোচক অথচ তারা বোঝেই না বা জানেই না ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ধর্মহীন মতাদর্শ, মানবতাবাদ, সংস্কৃতি, জাতিগত রীতিনীতি, রাষ্ট্রপরিচালনার নানান মতবাদগুলো প্রতিটিই স্বতন্ত্র একেকটা ধর্ম জি এগুলোও ধর্ম (ধর্ম আসলে কী' সেটা নিয়ে সামনে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ) না, কোনো তামাশা করছি না কিংবা রূপক কোনো শব্দ ব্যবহার

করে যুক্তি উপস্থাপন করার ইচ্ছেও আমার নেই। আমি সহজ-সাবলীল ভাষায় কিছু বাস্তবতা তুলে ধরার চেষ্টা করব।

কোনো সন্দেহ নেই যে তারা বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। তারা পথ হারিয়ে ফেলেছে। আসলে উক্ত বিষয়গুলো তারা বাহ্যদৃষ্টিতে যে রকম দেখতে পায়, তা আদৌ সে রকম না। তারা এভাবে চলে যেই 'শান্তি' বাস্তবায়ন করতে চায়, তা কস্মিনকালেও সম্ভব না। তারা ধর্মের সংজ্ঞাই জানে না। ধর্ম কী সেটাও তারা জানে না। তারা লুক্কায়িত বা বর্ণচোরা ওই ধর্মগুলোকে ইসলামের সাথে মিশ্রিত করে ভেষজ একপ্রকারের ইসলাম পালন করে। যা স্পষ্টভাবে সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ।

তবে তারা ইসলামকে অন্য ধর্মগুলো থেকে উত্তম মনে করে। কারণ, ইসলাম স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন। উদ্ভট, ভ্রান্ত, অবান্তর কোনো কথাবার্তা নেই। অপ্রয়োজনীয় ও অহেতুক কোনো কর্মকাণ্ড নেই। প্রতিটি নির্দেশনা অর্থবহ। পদে পদে আর্ট অব লিভিং। উদারতার অনন্য দৃষ্টান্ত আছে। মানবতাকে ইবাদত বলা হয়েছে। ব্যক্তিগত অনেক ইবাদতের মধ্যেও মানবতাকে রাখা হয়েছে। উৎসব মানেই মানবিক কাজের সমারোহ। উৎসবকে ঘিরে যা যা করা হয়, সব মানবিক কাজ। একজন মানুষ জন্ম নিলে ও মৃত্যুবরণ করলে যা রীতিনীতি পালন করতে বলা হয়, সেখানেও আছে মানবতার সেবা। পাপ করলে কাফফারা দেওয়া কিংবা ব্যক্তিগত ইবাদত করতে ব্যর্থ হলে সেটার জরিমানাস্বরূপ যা করতে বলা হয়, সেখানেও আছে মানবকল্যাণ।

কিন্তু তাদের এ ধরনের কাজটা তো খণ্ডিত ইসলামচর্চা। সামান্যতম ঝুঁকি না নিয়ে সম্পূর্ণ নিরাপদে থেকে যেটুকু ইসলাম পালন করা যায়, তারা সেটুকুই পালন করবে। নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য তারা যতটা উদগ্রীব, ইসলামের বিশুদ্ধতা রক্ষার ব্যাপারে তারা ততটাই উদাসীন। ইসলাম তাদের কাছে স্রেফ একটা রীতি-প্রথা। তারা সংশয়ে দোদুল্যমান। তাদের অন্তরের ভেতরে কোনো রোগ না থাকলে তারা এমনটা করত না। নিজে থেকেই সতর্ক হয়ে চলত।

মানুষের অন্তরের রোগের চারটা ধাপ আছে :

১. প্রথমে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব নিয়ে অন্তরে সন্দেহ তৈরি হয়। মস্তিষ্ক ও মন নানান প্রশ্নের জন্ম দিতে থাকে। যেমন : যাকে দেখা যাচ্ছে না, ছোঁয়া যাচ্ছে না, কোনো প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না, কীভাবে তাকে বিশ্বাস করা যায়? এটার সমাধান না পেলে নাস্তিক হয়ে যায়। সমাধান পেলে আস্তিক হয়; আস্তিক তবে মুসলমান নয়।

২. দুনিয়াতে দুঃখ, কষ্ট, দুর্দশা, ক্ষুধা, অসহায়ত্ব, অন্যায়, অত্যাচার, জুলুম, নির্যাতন, হত্যা—সকল মন্দের অস্তিত্ব আছে। এগুলোর জন্য সৃষ্টিকর্তাকে দায়ী করার মানসিকতা তৈরি হয়। স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি নিয়ে গোলকধাঁধার মধ্যে পড়ে যায়। সমাধান পেলে তৃতীয় ধাপে উন্নীত হয়। নয়তো আধা নাস্তিক বা সংশয়বাদী বা অজ্ঞেয়বাদী হয়।

৩. এবার 'পৃথিবীতে এত ধর্ম কেন?' প্রশ্নটা মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। স্রষ্টা যেহেতু একজন, ধর্মও সেহেতু একটাই হওয়ার কথা। এই প্রশ্নটা সঠিক ধর্ম খোঁজার দিকে তাড়িত করে। সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন এবং সব ধর্ম থেকে আলাদা ধর্ম হচ্ছে ইসলাম—এই বোধটা মনের ভেতরে গেঁথে যায়। কিন্তু সমস্যা বাঁধে অন্য জায়গায়। এই সমস্যাটা চতুর্থ ধাপে নিয়ে যায়। তখনও মুসলমান হয়নি বা হতে পারেনি।

৪. আমাদের দীর্ঘ আলোচনাটা এই চতুর্থ ধাপ নিয়েই হচ্ছে। অর্থাৎ নবুয়ত, রিসালাত, আসমানি কিতাবের সত্যতা নিয়ে মনে সংশয় তৈরি হয়। সুদূর আসমান থেকে ছয় শ পাখাওয়ালা দূত (জিবরাইল আ.) এসেছিলেন সৃষ্টিকর্তার বাণী নিয়ে অন্যান্য মানুষের মতোই একজন মানুষের কাছে। কথাটা মানতে মন কিছুতেই সায় দেয় না। এত মানুষ থাকতে আরবের সেই ব্যক্তির কাছেই কেন বার্তা পাঠালেন?

সমস্যাটা এই গোড়াতেই। তাদের কাছে নবুয়ত, রিসালাত, আসমানি কিতাবের সতত্যতার প্রমাণ দিলে সব সমস্যা এমনিতেই সমাধান হয়ে যাবে। অন্যথায় মানবতাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ইসলাম রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে পৃথক থাকবে, ইসলাম আগে নাকি মানবতা আগে, মুসলিম পরিচয় আগে নাকি মানুষ পরিচয় আগে, ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রেখে চলতে হবে, অসাম্প্রদায়িক আচরণ করতে হবে, অন্য ধর্মের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল হতে হবে, হজ কিংবা কুরবানি না করে সেই অর্থ মানুষের কল্যাণে ব্যয় করা উত্তম ইত্যাদি মুখরোচক ও ধোঁকাবাজি কথাগুলোর ফাঁদে তারা পড়তেই থাকবে কিংবা সেচ্ছায় মৌন সম্মতি প্রদান করবে। এসবের বিপক্ষে যত যুক্তিতর্কই উপস্থাপন করা হোক না কেন, সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে, হচ্ছে।

চতুর্থ এই বিষয়ের প্রমাণ দেওয়া ছাড়া ভিন্ন একটা উপায় অবলম্বন করেও সমস্যাটার সমাধান করা যায়। তবে এই পদ্ধতিটা আত্মরক্ষা করার মতো। মানে অত তর্ক-বিবাদে না গিয়ে প্রতিপক্ষের আসল চেহারা উন্মোচন করে দেওয়া। তখন সাধারণ মানুষ এদিকেও যাবে না, আবার ওদিকেও যাবে না। ভিন্ন উপায়ের এই

সমাধানটা পেলে তারা অন্তত নিরপেক্ষ থাকবে। অর্থাৎ তারা সাদা ও কালোর বিভেদ রেখায় অবস্থান করবে।

এই পদ্ধতিটা বেশ কার্যকর। কারণ, সাধারণ মানুষের জন্য সত্য জেনে কোনো পক্ষাবলম্বন করার চাইতে সত্য জেনে নিরপেক্ষ থাকাটা সহজ। সংশয়গ্রস্ত মানুষের আচরণগত মূল বৈশিষ্ট্য হলো—তারা নিরপেক্ষ থাকতে পছন্দ করে। তারা বিভ্রান্তিকর কথাবার্তায় ধর্মহীনতার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলেও সত্যটা জানার পর সেটা বর্জন করতে পারবে; যেহেতু তারা সংশয়ে দোদুল্যমান। মানুষ সত্যটা জানলেও কোনো কিছু গ্রহণ করতে সময় বেশি নেয়। তবে সত্য জানার পর সেটা বর্জন করতে কালক্ষেপণ করে না। মানুষ ভালো পণ্যের প্রমাণ পেলেও কিনতে যতটা সময় নেয়, খারাপ পণ্যের প্রমাণ পাওয়ার সাথে সাথেই মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। কোনো মতাদর্শ গ্রহণ বা বর্জন করাটা পণ্য কেনাবেচার মতোই।

তা ছাড়া মানুষের নফস মানুষকে সর্বদা ভুল দিকে যেতে প্ররোচনা দেয়। তাই তারা ধর্ম বনাম ধর্মহীন বিতর্কে ধর্মহীনতার অনুসারী বিভ্রান্তকারীদের পেছনের ওসব বিভ্রান্তিকর কথাবার্তায় বিভ্রান্ত হয়ে ধর্মহীনতার ছাউনির নিচে চলে যায়। কিংবা চারপাশের পরিবেশের কারণে তারা বুঝে হোক কিংবা না বুঝে, সজ্ঞানে কিংবা অজ্ঞানে ধর্মহীনতার ছাউনির নিচেই অবস্থান করতে থাকে। এমতাবস্থায় ধর্মহীনতার বলয় থেকে তাদের প্রথমে মুক্ত করে নিরপেক্ষ অবস্থানে নিয়ে আসার ফলাফলটা পরবর্তী কাজগুলোকে অনেক সহজ করে দেবে। নোংরা পেয়ালায় বিশুদ্ধ পানি ঢেলে কোনো ফায়দা নেই; পেয়ালাটা প্রথমে ধুয়ে নিতেই হবে।

ধরুন আপনি কাউকে বললেন—আপনার বেঁচে থাকার জন্য পানি প্রয়োজন। এই নিন বিশুদ্ধ পানিটা পান করুন। পাশ থেকে আরেকজন বলে উঠল—মানুষকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে পানি খাওয়াচ্ছেন? কোথা থেকে না কোথা থেকে পানি নিয়ে এসেছে। মানুষের জীবনে আদৌ পানির কোনো দরকার নেই। অথচ ওই বিভ্রান্তকারী ব্যক্তিটি নিজেও কিন্তু পানি পান করে; পানি নাম দিয়ে হোক কিংবা জল নাম দিয়ে, আংশিক দূষিত পানি হোক কিংবা সম্পূর্ণ দূষিত পানি। যাকে সে আপনার দেওয়া বিশুদ্ধ পানি পান করতে নিষেধ করে বিভ্রান্ত করল, তাকেও কিন্তু সে আড়ালে নিয়ে নিজেদের দূষিত পানি পান করিয়ে দেবে, দিচ্ছে। তবে সে তার কাজটা করল পানির পরিচয়টাকে লুকিয়ে রেখে। এখানে বিভ্রান্তকারী নিজে বিভ্রান্ত হওয়ার পাশাপাশি অন্যদেরও বিভ্রান্ত করেছে।

চূড়ান্ত লড়াইয়ের আগে একটা জাতি মূল দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। একদল সত্যের পথে লড়াই করবে, অন্য দল মিথ্যের পথে। কে আপনার দলে এসে যুক্ত হবে সেটা নির্ভর করবে মানুষকে আপনি নিজের মতাদর্শের দিকে কতটুকু আকৃষ্ট করতে পেরেছেন তার ওপর।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ধরুন একটা প্রলয়ংকরী ঝড় আসবে। এরপর হবে জলোচ্ছ্বাস। গোটা ভূমিটা পানিতে ডুবে যাবে। কয়েকজন মানুষ দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে দুটো নৌকা তৈরি করল। দুটো নৌকার গন্তব্য সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দুটো দ্বীপে। অধিকাংশই সাধারণ মানুষ। তাদের হিতাহিত জ্ঞান, বিচারবোধ, দূরদৃষ্টি, অন্তর্দৃষ্টি নেহয়াতে কম। তারা তীরে দাঁড়িয়ে আছে। যেকোনো একটা নৌকা তাদের বেছে নিতে হবে। মাঝি হিসেবে আপনার দায়িত্ব তাদেরকে আপনার নৌকায় তুলে নেওয়া। জোর করা যাবে না। সমুদ্রযাত্রায় বিপদ বাড়বে। কারণ, ঝড়ের সময় দৃঢ়চিত্ত ও ধৈর্যশীল না হলে বিপদ আরও বাড়বে। নৌকাটা ডুববে। মানসিকতা এক না হলে, নিজের অবস্থানের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত না হলে, গন্তব্যের প্রতি ভালোবাসা না থাকলে মাঝ সাগরে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই আপনার প্রথম কাজ হলো—অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সাধারণ মানুষকে এটা বোঝানো যে, আপনারা কয়েকজন মিলে যেই দ্বীপকে গন্তব্য বানিয়েছেন, সেটা ছাড়া বাকি সব ডুবে যাবে। সাধারণ মানুষ আশ্বস্ত হলে নিজে থেকেই আপনার নৌকার বৈঠা বাইবে। আপনি শুধু হাল ধরে বসে থেকে নৌকার দিকটা ঠিক রাখবেন। ব্যাস আপনার কাজটা সহজ হয়ে গেল।

মাথার ওপরে যেই ভারী ও কালো মেঘ জমেছে–কতটুকু দেখতে পাচ্ছেন জানি না–মহাবিপদ কিন্তু অতি নিকটে। পৃথিবী যখন অন্যায়-অবিচারে ভরে ওঠে, তখন আসমান থেকে শাস্তি নির্ধারিত হয়। আগে প্রাকৃতিক বিপর্যয় দিয়ে ধ্বংস করা হতো আর এখন মানবজাতির পরস্পরকে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে নিজেদের হাতে নিজেদের ধ্বংস করা হয়।

প্রতিপক্ষ ইতোমধ্যে এই কথাটা প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে যে, আপনার মতাদর্শটা একটা ধর্ম। আর তাদেরটা নাগরিক বা রাষ্ট্রীয় আইন। আইনের সমষ্টিই ধর্ম আর তাদের মতাদর্শটাও যে একটা ধর্ম, এটা যদি পালটা যুক্তি দিয়ে সাধারণ মানুষকে বোঝাতে না পারেন, তাহলে তারা তাদের পণ্য খদ্দেরের কাছে চড়া মূল্যে বিকিয়ে